মাদক, অনলাইন জুয়া ও আত্মহত্যা: নীরব সামাজিক বিপর্যয়

মাদক, অনলাইন জুয়া ও আত্মহত্যা সমাজের জন্য উদ্বেগজনক বিষয়, যা ধীরে ধীরে মানুষের জীবন, পরিবার ও সামাজিক কাঠামোকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। মাদকাসক্তি ও অনলাইন জুয়ার বিস্তার বর্তমানে ঠিক এমনই এক নীরব সামাজিক বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে। এর ভয়াবহ পরিণতি হিসেবে বাড়ছে হতাশা, ঋণগ্রস্ততা, পারিবারিক অশান্তি এবং আত্মহত্যার মতো মর্মান্তিক ঘটনা। সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, তরুণ-যুবকদের পাশাপাশি বিভিন্ন বয়সী মানুষ অনলাইন জুয়ার ফাঁদে আটকে সর্বস্ব হারিয়ে চরম মানসিক সংকটে পড়ছেন।

প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনলাইন জুয়ার বিস্তারও উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে সহজেই প্রলুব্ধ করা হচ্ছে। অল্প সময়ে বেশি অর্থ উপার্জনের স্বপ্ন দেখিয়ে হাজার হাজার মানুষকে এই অবৈধ কার্যক্রমে যুক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ খেলোয়াড় শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন।

মাদকের মতোই অনলাইন জুয়াও একটি ভয়াবহ আসক্তি। একজন ব্যক্তি যখন ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে পড়ে, তখন তার পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট হয়, কর্মজীবন ব্যাহত হয় এবং আত্মসম্মানবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই হতাশা আত্মহত্যার পথও তৈরি করে। ফলে এটি কেবল ব্যক্তিগত সমস্যা নয়; বরং একটি জাতীয় সামাজিক সংকট।

উদ্বেগের বিষয় হলো, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে নিয়মিত জুয়ার এজেন্ট ও চক্রের সদস্যরা গ্রেপ্তার হলেও এই অপরাধ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসছে না। বিভিন্ন এলাকায় অনলাইন জুয়ার নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে এবং মোবাইল ব্যাংকিংসহ ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে বিপুল অর্থের প্রবাহ ঘটছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের কঠোর আইনগত পদক্ষেপের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। পরিবারকে সন্তানের অনলাইন কার্যক্রমের প্রতি নজর দিতে হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নৈতিক

শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

মাদক ও অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে লড়াই কেবল প্রশাসনের একার দায়িত্ব নয়; এটি পুরো সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব। আজ যদি আমরা সচেতন না হই, তাহলে আগামী প্রজন্মকে একটি বিপর্যস্ত সমাজের মুখোমুখি হতে হবে। তাই এখনই সময় কঠোর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার।